প্রথম আলো

তারিখ ...... FEB 2012 ...
পৃষ্ঠা ...... কলাম ......

আওয়ামী লীগের সেমিনার

শিক্ষায় বিনিয়োগ বাড়াতে হবে

নিজস্ব প্রতিবেদক ●

বর্তমান সরকারের তিন বছরে সবচেয়ে বড় অর্জন হলো জাতীয় শিক্ষানীতি। এটা বাস্তবায়ন করা গেলে শিক্ষায় সুফল পাওয়া যাবে। তবে এটা পুরোপুরি বাস্তবায়ন করতে আট থেকে নয় বছর সময় লাগবে। আর শিক্ষায় কাঙ্ক্ষিত লক্ষ্যপূরণে বিনিয়োগ আরও বাড়াতে হবে।

গতকাল বৃহস্পতিবার রাজধানীর সিরডাপ মিলনায়তনে 'মহাজোট সরকারের তিন বছর : শিক্ষাক্ষেত্রে সাফল্য ও অর্জন' শীর্ষক সেমিনারে বক্তারা এসব কথা বলেন। আওয়ামী লীগ আয়োজিত ওই সেমিনারে মন্ত্রী, অর্থনীতিবিদ ও শিক্ষাবিদেরা বক্তৃতা করেন। বক্তারা চলমান তিন ধারার শিক্ষাব্যবস্থাকে একটি মূলধারায় আনার ওপর জোর দেন।

'শিক্ষা তিন ধারায় বিভক্ত। গরিবের জন্য মাদ্রাসা, মধ্যবিত্তদের জন্য বাংলা মাধ্যম এবং উচ্চবিত্তদের জন্য ইংরেজি মাধ্যম'

শিক্ষামন্ত্রী নুরুল ইসলাম নাহিদ শিক্ষানীতি প্রণয়ন করে তা বাস্তবায়ন শুরুসহ শিক্ষাক্ষেত্রে বিভিন্ন সফলতার চিত্র তুলে ধরে বলেন, 'আমাদের শিক্ষার মূল্য লক্ষ্য হচ্ছে নতুন প্রজন্মকে আধুনিক বাংলাদেশ গড়ার নির্মাতা হিসেবে গড়ে তোলা। প্রচলিত শিক্ষা দিয়ে সেটা সম্ভব নয়। এ জন্য প্রয়োজন আধুনিক যুগের বিশ্বমানের শিক্ষা। কিন্তু শিক্ষায় অর্থের অভাব। দুনিয়ার মধ্যে শিক্ষায় কম বিনিয়োগের দেশগুলোর মধ্যে বাংলাদেশ অন্যতম। তাই শিক্ষায় বিনিয়োগ (বরাদ্দ) আরও বাড়াতে হবে।'

প্রাথমিক ও গণশিক্ষামন্ত্রী আফছারুল আমীন ভর্তি ও ঝরে পড়ায় অগ্রগতির চিত্র তুলে ধরে বলেন, ঝরে পড়ার হার এখন ২৭ শতাংশ হতে পারে।

অনুষ্ঠানে মূল প্রবন্ধ উপস্থাপন করতে গিয়ে জাতীয় শিক্ষানীতি প্রণয়ন কমিটির কো-চেয়ারম্যান অর্থনীতিবিদ কাজী খলীকুজ্জমান আহমদ গত তিন বছরে শিক্ষাক্ষেত্রে বিভিন্ন অগ্রগতির চিত্র তুলে ধরে বলেন, এই সময়ে শিক্ষানীতি গ্রহণই এক নম্বর অর্জন। এটা বাস্তবায়নে সরকার অঙ্গীকারবদ্ধ। ইতিমধ্যে কিছু কিছু বিষয় বাস্তবায়নও শুরু হয়েছে। তবে পুরোপুরি বাস্তবায়ন হতে আট থেকে নয় বছর লাগবে।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য আ আ ম স আরেফিন সিদ্দিক বলেন, রাতারাতি শিক্ষাক্ষেত্রে পরিবর্তন আনা সম্ভব নয়। তা ছাড়া শুধু প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা দিয়ে বেশি দূর এগোনো যাবে না। শিক্ষানীতিতে যে কাঠামোগত পরিবর্তনের কথা হয়েছে অর্থাৎ প্রাথমিক শিক্ষাকে অষ্টম শ্রেণী পর্যন্ত করা, মাধ্যমিককে দ্বাদশ শ্রেণী পর্যন্ত করা—এগুলো অতিদ্রুত করা দরকার। এটা করতে পারলেই বাকিগুলো পর্যায়ক্রমে করা যাবে।

বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশনের সাবেক চেয়ারম্যান নজরুল ইসলাম বলেন, বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর মান অর্জনে যত তাড়াতাড়ি সম্ভব অ্যাক্রিডিটেশন কাউন্সিল করা উচিত। তা ছাড়া শিক্ষার সব স্তরে জবাবদিহি ও দায়িত্ববোধ থাকতে হবে।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইংরেজি বিভাগের অধ্যাপক সৈয়দ মনজুরুল ইসলাম বলেন, শিক্ষা তিন ধারায় বিভক্ত। গরিবের জন্য মাদ্রাসা, মধ্যবিত্তদের জন্য বাংলা মাধ্যম এবং উচ্চবিত্তদের জন্য ইংরেজি মাধ্যম। এই তিন ধারার শিক্ষাকে মূলধারায় নিয়ে আসতে হবে।

আওয়ামী লীগের উপদেষ্টামণ্ডলীর সদস্য অনুপম সেনের সভাপতিত্বে সেমিনারে আরও বক্তব্য দেন প্রধানমন্ত্রীর জনপ্রশাসনবিষয়ক উপদেষ্টা এইচ টি ইমাম, প্রাথমিক ও গণশিক্ষা প্রতিমন্ত্রী মোতাহার হোসেন, শিক্ষা মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটির সভাপতি রাশেদ খান মেনন প্রমুখ। সঞ্চালনা করেন আওয়ামী লীগের তথ্য ও গবেষণাবিষয়ক সম্পাদক আফজাল হোসেন।